মানিলন্ডারিং
ও
সন্ত্রাসে অর্থায়ন
প্রতিরোধ ম্যানুয়েল
২০১৮

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

মুখবন্ধ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০০২ জারী করার পর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাক্রমে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে ২০০৭ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ম্যানুয়েল প্রকাশ করে । দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ২০০৭ সালের পর মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ ছাড়াও নতুন রূপে সন্ত্রাস বিরোধী আইন প্রণয়ন ও পরবর্তীতে তা সংশোধন এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর বিভিন্ন পত্র-পরিপত্রের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে পূর্বের প্রকাশিত ২০১৩ সালের ম্যানুয়েলটি আপগ্রেড করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও সন্ত্রাস বিরোধী বিদ্যমান আইন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ নির্দেশনার সমন্বয়ে সংশোধিত আকারে নতুন সংস্করণে ম্যানুয়েলটি প্রকাশ করা হলো।

০২। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশাবলী এবং অত্র ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত আদেশাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ম্যানুয়েল, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

০৩। ম্যানুয়েলের বিষয়বস্তু সাধারনতঃ নীতি নির্দেশনামূলক যা শাখা ব্যবস্থাপক, শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাসহ (BAMLCO) শাখার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রমে দিক-নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আমি মনে করি এই মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ম্যানুয়েল,২০১৮ মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম অধিকতর সহজ এবং দ্রুততা ও পারদর্শীতার সাথে পরিচালনা করার জন্য সহায়ক হবে।

০৪। ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এই মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ম্যানুয়েলে বিধৃত নির্দেশাবলী পুংখানুপুংখরূপে অনুসরণ করবেন। আমি আশা করবো, এ বিষয়ে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে যে নির্দেশাবলী ও সংশোধনী জারী করা হবে সেগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরবর্তীতেও ম্যানুয়েলের বিষয়বস্তু হালনাগাদ করা হবে যাতে ব্যবহারকারীগণের নিকট তা সর্বতোভাবে উপযোগী হয়।

০৫। নতুন সংস্করণে প্রকাশিত এই মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ম্যানুয়েল, ২০১৮ অত্র ব্যাংকের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) জনাব শেখ মাহমুদ কামাল ও উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (DCAMLCO) জনাব রওনক সাদ ফেরদৌসী এর নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল) জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোঃ আকতার হোসেন, মুখ্য কর্মকর্তা জান্নাতআরা ফেরদৌস ও বিভাগের এএমএল সেলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিরলস পরিশ্রমের ফসল। এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির দুইটি সভায় সভাপতি জনাব আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহ এনডিসি, কমিটির সদস্য জনাব মুহম্মদ মউদুদ উর রশীদ সফদার ও কমিটির সদস্য জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রদত্ত মতামত,পরামর্শ এবং সংশোধনী মোতাবেক অত্র ম্যানুয়েলটি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। আমি তাঁদের সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

০৬। এই ম্যানুয়েল কেবলমাত্র ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজের জন্য ব্যবহৃত হবে ।

(মোঃ আলী হোসেন প্রধানিয়া)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

কৃষি ব্যাংক ভবন
তারিখ ঃ ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮

সূচীপত্র ঃ

		ঃ সূচীপত্র	৩-৪
		ঃ List of abbreviation	৫
পরিচ্ছেদ-১		ঃ ভূমিকা	৬
	১.১	ঃ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা/ম্যানুয়েল এর উদ্দেশ্য	৭
পরিচ্ছেদ-২	২.১	ঃ মানিলন্ডারিং অর্থ	৮
	২.২	ঃ মানিলন্ডারিং এর সম্ভাব্য নির্দেশকসমূহ	৮
	২.৩	ঃ মানিলন্ডারিং সংঘটনের পদ্ধতি	১০
	২.৪	ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কেন ?	১১
	২.৫	ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ	১১
	২.৬	ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বাংলাদেশে প্রণীত আইনসমূহ	১২
	২.৭	ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বাংলাদেশে গৃহীত কার্যক্রম	১২
	২.৮	ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে ব্যাংকের দায়িত্ব/করণীয়	১২
	২.৯	ঃ মানিলন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর ক্ষমতা ও দায়িত্ব	১৩
	২.১০	ঃ এএমএল ও সিএফটি সংক্রান্ত আইনসমূহ ঃ	১৪
পরিচ্ছেদ-৩	৩.১	ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কর্মসূচী পরিপালন ও বাস্তবায়ন	১৫
	৩.২	ঃ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা	১৫
	৩.৩	ঃ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার ঘোষণা	১৫
	৩.৪	ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন নীতিমালা অনুসরণে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-এ পরিচালিত কর্মকান্ড	১৫
পরিচ্ছেদ-৪	৪.১	ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত সাংগঠনিক কাঠামো	১৭
	৪.২	ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC)	১৯
	৪.৩	ঃ আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ কমিটি	২০
পরিচ্ছেদ-৫	৫.১	ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কর্মসূচী পরিপালন ও বাস্তবায়ন	২১
	৫.২	ঃ প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) মনোনয়ন	২১
	৫.৩	ঃ উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (DCAMLCO) মনোনয়ন	২১
	৫.৪	ঃ শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) মনোনয়ন	২২
	৫.৫	ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত নির্বাহী/ কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব ঃ	
		(১) প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার (CAMLCO) দায়িত্ব	২২
		(২) শাখা ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব	২৩
		(৩) শাখার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) এর দায়-দায়িত্ব	২৫
		(৪) হিসাব খোলা/রিপোর্টিং কর্মকর্তা এর দায়-দায়িত্ব	২৬
		(৫) মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/কর্পোরেট শাখা ব্যবস্থাপক ও স্থানীয় মূখ্য কার্যালয়ের দায়িত্ব	২৬
		(৬) আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্ব	২৬
		(৭) আঞ্চলিক পরিবীক্ষন কমিটির দায়িত্ব	২৬
		(৮) বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা/প্রত্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষা বিভাগ-২, এর দায়িত্ব	২৭
		(৯) আইসিটি অপারেশন বিভাগ ও আইসিটি সিস্টেমস্ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, এর দায়িত্ব	২৭
পরিচ্ছেদ-৬	৬.১	ঃ মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার দায়-দায়িত্ব	২৮
	৬.২	ঃ অপরাধের তদন্ত ও বিচার	২৮
	৬.৩	ঃ মানিলন্ডারিং অপরাধ ও দন্ড	২৮
	৬.৪	ঃ রেকর্ড এবং প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সংরক্ষণ	২৯
	৬.৫	ঃ নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ	৩০
পরিচ্ছেদ-৭		ঃ গ্রাহক পরিচিতির নীতি ও পদ্ধতি	
	৭.১	ঃ গ্রাহকের সংজ্ঞা	৩২
	৭.২	ঃ গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালা	৩২
	৭.৩	ঃ গ্রাহক পরিচিতি	৩২
	৭.৪	ঃ CDD (Customer Due Diligence)	৩৩
	৭.৫	ঃ CDD (Customer Due Diligence) সম্পাদন করা সম্ভব না হলে শাখার করণীয়	৩৪

সূচীপত্র ঃ

পরিচ্ছেদ-৭	৭.৬	ঃ গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Enhanced Due Diligence--EDD)	৩৪
	৭.৭	ঃ পলিটিক্যালি এক্সপোজড পার্সন (Politically Exposed Persons --PEPs) এর ক্ষেত্রে করণীয়	৩৪
	৭.৮	ঃ প্রভাবশালী ব্যক্তির (Influential Persons:IPs) ক্ষেত্রে করণীয়	৩৫
	৭.৯	ঃ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার ক্ষেত্রে করণীয়	৩৫
	৭.১০	ঃ করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং (Correspondent Banking) এর ক্ষেত্রে করণীয়	৩৫
	৭.১১	ঃ সশরীরে অনুপস্থিত গ্রাহকের (Non face to face customer) ক্ষেত্রে করণীয়	৩৬
	৭.১২	ঃ ব্যাংকের গ্রাহক নির্বাচনে অনুসরণীয়/অনুসৃত নীতিমালা	৩৭
	৭.১৩	ঃ Positive Pay পদ্ধতি অনুসরণ	৪০
	৭.১৪	ঃ ঝুঁকিভিত্তিক গ্রাহক বিভাজন পদ্ধতি	৪০
	৭.১৫	ঃ অভিন্ন হিসাব খোলার ফরম	৪২
পরিচ্ছেদ-৮	৮.১	ঃ আন্তঃদেশীয় ও অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফার (Wire Transfer) এর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী	৪৩
	৮.২	ঃ গোপনীয়তা রক্ষা	৪৬
	৮.৩	ঃ লেনদেন মনিটরিং	৪৬
	৮.৪	ঃ সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ (Prevention of Financing of Terrorism and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction)	৪৬
পরিচ্ছেদ-৯	৯.১	ঃ নগদ লেনদেন রিপোর্ট (Cash Transaction Report-CTR)	৪৭
	৯.২	ঃ সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (Suspicious Transaction Report-STR)	৪৮
	৯.২(১)	ঃ অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে লক্ষ্যণীয় বিষয়াদির নির্দেশক (ইনডিকেটিভ) তালিকা	৪৯
	৯.৩	ঃ অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেন উদ্‌ঘাটনের পদ্ধতি ও রিপোর্টকরণ	৪৯
	৯.৪	ঃ সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট (Self Assessment) ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং (Independent Testing Procedures) ঃ	৫০
	৯.৪(১)	ঃ শাখাসমূহের করণীয়	৫০
	৯.৪(২)	ঃ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের/আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ের করণীয়	৫১
	৯.৪(৩)	ঃ নিরীক্ষকের পরীক্ষণীয় অন্যান্য বিষয়সমূহ	৫১
	৯.৫	ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে (CCC)করণীয়	৫২
	৯.৬	ঃ অন্যান্য	৫২
পরিচ্ছেদ-১০		শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাদের কাজ তদারকীকরণ প্রসংগে আঞ্চলিক পরীবিক্ষণ কমিটির কাজ।	৫৩

পরিচ্ছেদ-১১ ঃ (১) সংযোজনী - '১' বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ অত্র ব্যাংকের ০৩-১০-২০১৭ তারিখের পত্র নং প্রকা/আরএমডি(৩০)/অংশ-৭/২০১৭-২০১৮/৪৪০(১২৫০) এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে।

(২) AML & CFT QUESTIONNAIRE FOR CORRESPONDENT RELATIONSHIP সংযুক্তি-' ১' এর পরিশিষ্ট-' ক '

(৩) শাখা কর্তৃক Self Assessment পদ্ধতির মাধ্যমে নিজস্ব অবস্থান নির্ণয় সংযুক্তি-' ১' এর পরিশিষ্ট-' খ '

(৪) Independent Testing Procedures সংযুক্তি-' ১' এর পরিশিষ্ট-' গ '

(৫) সংযোজনী- ২ "Uniform Account Opening Form, KYC Profile Form" ব্যবহার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের ০৩-০৫-২০১৭ তারিখের পত্র নং প্রকা/আরএমডি(৩০)/অংশ-৭/ ২০১৬-২০১৭/১৭২৫(৭৫)এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে ।

(৬) সংযোজনী-৩ ঃ প্রয়োজনীয় আইনসমূহ (মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ ও সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩) ।

(৭) পরিচ্ছেদ- ১১ এর পরিশিষ্ট-'ঘ' CTR Form অনুযায়ী নির্ভূল ও পূর্ণ তথ্য সম্বলিত CTR প্রেরণ।

(৮) পরিশিষ্ট-'ঙ' SUSPICIOUS TRANSACTION REPORT (STR) FORM

(৯) সংযোজনী-(৪)- মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা ২০১৯।

List of Abbreviation

AML/CFT	Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism
AMLD	Anti-Money Laundering Department
APG	Asia Pacific Group on Money Laundering
ATA	Anti Terrorism Act
ACC	Anti-Corruption Commission
BAMLCO	Branch Anti-Money Laundering Compliance Officer
BB	Bangladesh Bank
BDT	Bangladesh Taka
BFIU	Bangladesh Financial Intelligence Unit
CAMLCO	Chief Anti-Money Laundering Compliance Officer
CCU	Central Compliance Unit
CDD	Customer Due Diligence
CTC	Counter Terrorism Committee
EDD	Enhance Due Diligence
CTR	Cash Transaction Report
FATF	Financial Actions Task Force
FI	Financial Institution
FIU	Financial Intelligence Unit
FSRBs	FATF Style Regional Bodies
GPML	Global programme against Money Laundering
ICRG	International Cooperation and Review Group
IOSCO	International Organization of Securities Commission
KYC	Know Your Customer
ML	Money Laundering
MLPA	Money Laundering Prevention Act
NCC	National Coordination Committee
NCCT	Non-Coopertive Countries and Territories
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development
OFAC	Office of Foreign Assets Control
PEP	Politically Exposed Persons
SAR	Suspicious Activity Report
STR	Suspicious Transaction Report
TF	Terrorist Financing
TP	Transaction Profile
UN	United Nations
UNODC	UN Office on Drugs and Crime
UNSCR	United Nations Security Council Resolution

পরিচ্ছেদ-১

ভূমিকা

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থ সন্ত্রাসের মাত্রাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে উন্নত ও অনুন্নত প্রায় সকল দেশই অর্থ সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে। অধিকাংশ দেশেই অর্থের অবৈধ লেনদেন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সাথে অবৈধ অর্থ ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন অবৈধ কার্যক্রমে। অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ সামাজিকভাবে বৈধতা দেয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত অর্থের উৎস গোপন করার জন্য মানুষ বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নেয়। অবৈধ অর্থের উৎস গোপনকরণের মাধ্যমে সম্পদের বৈধতা দেয়ার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াকেই মানিলন্ডারিং হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও সংগঠন-বিশেষ করে জাতিসংঘ সর্বপ্রথম মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন কনভেনশন ও রেজুলেশন গ্রহণে তাৎপর্যপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে জাতিসংঘের সমর্থনে ১৯৮৯ সালে G-7 গ্রুপভূক্ত দেশসমূহের সক্রিয় উদ্যোগে প্যারিসে অনুষ্ঠিত সভায় মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান FATF (Financial Action Task Force) গঠিত হয়। ১৯৯০ সলে FATF মানিলন্ডারিং প্রতিরাধ সম্পর্কিত ৪০ টি সুপারিশ এবং ২০০১ সনে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে আরও ৯টি সুপারিশ, সর্বমোট ৪৯ টি সুপারিশ পেশ করে যা বর্তমান বিশ্বে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক মানদন্ড হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশ মানিলন্ডারিং সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান APG (Asia Pacific Group on Money Laundering) এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য। APG এর Co-Chair দু'জন: একজন স্থায়ী ও অন্যজন দু'বছরের জন্য পালাক্রমে Co-Chair নির্বাচিত হয়। অষ্ট্রেলিয়া স্থায়ী Co-Chair, বর্তমানে বাংলাদেশ দুই বছরের (২০১৮-২০২০ সালের) জন্য Co-Chair (কো-চেয়ার) নির্বাচিত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্ণর ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) এর প্রধান জনাব আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান বর্তমানে Co-Chair (কো-চেয়ার) হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। FATF এর সদস্য হিসেবে APG উল্লেখিত ৪৯টি সুপারিশ বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সুতরাং বাংলাদেশকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাস বিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হতে FATF এর সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশই মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ জাতীয় সংসদে পাশ করা হয় যা বাস্তবে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বিশেষভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে উক্ত আইনটি বাতিল করে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০০৮ পুনঃ প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীকালে জাতীয় সংসদ কর্তৃক উক্ত আইন ও অধ্যাদেশ রহিতক্রমে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১২/৮ ফাল্গুন, ১৪১৮ প্রবর্তন করা হয়েছে। জাতীয় সংসদ কর্তৃক ২০০৯ সনে সন্ত্রাস বিরোধী আইন-২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন/২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯) প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত সন্ত্রাস বিরোধী আইন-২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে ২০১৩ সনে সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন-২০১৩ (২০১৩ সনের ২২ নং আইন) প্রবর্তন করা হয়েছে। সর্বশেষ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন এর আংশিক সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন ২০১৫ সনের ২৫ নং আইন) প্রবর্তন করা হয়েছে। এই আইনে মানিলন্ডারিং অপরাধ বিচার ও দন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। মানিলন্ডারিং সনাক্তকরণ, অপরাধ দমন ও প্রতিরোধ বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রভূত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর অর্পিত হয়েছে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে নানাবিধ দায়িত্ব।

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন-২০১৩ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ সার্কুলার, গাইডলাইন এবং বিদ্যমান আইনের সাথে সমন্বয় রেখে এবং বিএফআইইউ সার্কুলার-১৯ অনুযায়ী সময় উপযোগী করে ২০১৮ সালে অত্র ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ম্যানুয়েলটি সংশোধিত আকারে প্রকাশ করা হলো। আলোচ্য ম্যানুয়েলে বিধৃত নির্দেশাবলী ব্যাংকের মানিলন্ডারিং রিস্ক এবং প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় তাৎপর্যপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা রাখবে। তা ছাড়াও ম্যানুয়েলটি ব্যবহারকারী এবং অত্র ব্যাংককে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ঝুঁকি হতে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হবে ।

১.১ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা/ম্যানুয়েল এর উদ্দেশ্য ঃ

১. বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২, ২০১৩ ও ২০১৫ সালের সংশোধনীসহ) সম্পর্কে অবগত করা।

২. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন এর ধারণা, সংজ্ঞা/তথ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে এর প্রভাব, এর প্রতিরোধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিতকরণ।

৩. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাসী বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২, ২০১৩ ও ২০১৫ সালের সংশোধনীসহ) এর বিধানাবলী বাস্তবায়ন ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা পরিপালন নিশ্চিতকরণ।

৪. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যাংকের করণীয় ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারনা প্রদান।

৫. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, নীতি ও পদ্ধতি প্রতিষ্ঠাকরণ।

৬. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা পরিপালনে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন।

৭. গ্রাহকের যথাযথ পরিচিতিমূলক তথ্যাদি গ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

৮. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে সন্দেহজনক সম্ভাব্য নির্দেশকসমূহ সম্পর্কে অবগতকরণ।

৯. সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে দিক-নির্দেশনা প্রদান।

১০. নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR), সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STR) প্রস্তুতকরণে দক্ষতা অর্জন।

১১. সন্দেহজনক লেনদেন তদন্ত প্রক্রিয়ায় কার্যকর 'নিরীক্ষা পথরেখা' (audit trail) বা সাক্ষ্য প্রমাণ গঠনে দিক-নির্দেশনা প্রদান।

১২. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।

১৩. ব্যাংকিং কর্মকান্ড পরিচালনায় মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন এর বিরুদ্ধে কার্যকর সতর্কমূল ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা প্রদান।

১৪. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিত কর্মকান্ড পরিচালনায় কার্যকর সহায়তা প্রদান।

১৫. ব্যাংকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

পরিচ্ছেদ-২

মানিলন্ডারিং সম্পর্কিত ধারণা

অনুচ্ছেদ-২.১ ঃ "মানিলন্ডারিং" অর্থ-

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫নং আইন) মোতাবেক "মানিলন্ডারিং" অর্থ ঃ

(অ) নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত সম্পত্তি জ্ঞাতসারে স্থানান্তর বা রূপান্তর বা হস্তান্তর ঃ

(১) অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ প্রকৃতি, উৎস, অবস্থান, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ গোপন বা ছদ্মাবৃত্ত করা; অথবা

(২) সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে জড়িত কোন ব্যক্তিকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে সহায়তা করা;

(আ) বৈধ বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিদেশে পাচার করা;

(ই) জ্ঞাতসারে অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করার উদ্দেশ্যে উহার হস্তান্তর, বিদেশে প্রেরণ বা বিদেশ হতে বাংলাদেশে প্রেরণ বা আনয়ন করা;

(ঈ) কোন আর্থিক লেনদেন এইরূপভাবে সম্পন্ন করা বা সম্পন্ন করার চেষ্টা করা যাতে এই আইনের অধীন উহা রিপোর্ট করার প্রয়োজন হবে না;

(উ) সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করা বা সহায়তা করার অভিপ্রায়ে কোন বৈধ বা অবৈধ সম্পত্তির রূপান্তর বা স্থানান্তর বা হস্তান্তর করা;

(ঊ) সম্পৃক্ত অপরাধ হতে অর্জিত জানা সত্ত্বেও এ ধরণের সম্পত্তি গ্রহণ, দখলে নেয়া বা ভোগ করা;

(ঋ) এরূপ কোন কার্য করা যার দ্বারা অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করা হয়;

(এ) উপরে বর্ণিত যে কোন অপরাধ সংঘটনে অংশ গ্রহণ, সম্পৃক্ত থাকা, অপরাধ সংঘটনে ষড়যন্ত্র করা, সংঘটনের প্রচেষ্টা অথবা সহায়তা করা, প্ররোচিত করা বা পরামর্শ প্রদান করা;

(ক) "অর্থ বা সম্পত্তি পাচার" অর্থ-

(১) দেশে বিদ্যমান আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে দেশের বাহিরে অর্থ বা সম্পত্তি প্রেরণ বা রক্ষণ; বা

(২) দেশের বাহিরে যে অর্থ বা সম্পত্তিতে বাংলাদেশের স্বার্থ রয়েছে যা বাংলাদেশে আনয়নযোগ্য ছিল তা বাংলাদেশে আনয়ন হতে বিরত থাকা; বা

(৩) বিদেশ হতে প্রকৃত পাওনা দেশে আনয়ন না করা বা বিদেশে প্রকৃত দেনার অতিরিক্ত পরিশোধ করা;

অনুচ্ছেদ-২.২ ঃ মানিলন্ডারিং এর সম্ভাব্য নির্দেশনাসমূহ

মানিলন্ডারিং প্রক্রিয়া সময় সময় জটিল আকার ধারণ করতে পারে এবং এ বিষয়টি অনেক সময় স্পষ্ট নাও হতে পারে। তবে বিশেষ কতগুলো নির্দেশক এর মাধ্যমে কোথাও মানিলন্ডারিং হয়েছে, হচ্ছে বা হতে যাচ্ছে বলে ধারণা করা যায়। নিম্নলিখিত নির্দেশক হতে মানিলন্ডারিং এর বিষয়ে অনুমান করা যায় এবং এ বিষয়ে যথোপযুক্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করা যায়।

১. নানা বিষয়াদি গোপনকরা, উহ্য রাখা, ছদ্মাবরণ তৈরী বা এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস।

২. হিসাব খোলার সময় প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় তথ্য প্রদানে অনীহা প্রদর্শন, অসদুপায় অবলম্বন বা প্রতারণা করা।

৩. ভুল ঠিকানা প্রদান করা বা ঠিকানাটি এমনভাবে প্রদান করা যা সত্য বা মিথ্যা নয়, কিন্তু পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না।

৪. ব্যবসাস্থল বা আবাসস্থল উভয়ই ব্যাংক শাখা হতে অনেক দূরে অবস্থিত; আপাততঃ দৃষ্টিতে নিকটবর্তী ব্যাংক শাখা রেখে এত দূরে আসার কারণ বোঝা যাচ্ছে না।

৫. অন্য কোন ব্যাংক হিসাব আছে কিনা জানাতে অনীহা প্রদর্শন।

৬. লেনদেনের অনুমিত মাত্রায় উল্লেখিত তথ্য তার ব্যবসার পরিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

৭. গ্রাহকের ব্যবসাস্থল পরিদর্শন করে সন্তোষজনক মনে না হওয়া।

৮. ব্যবসায়ে প্রকৃতিগত কারণে চেক বা অন্য ইন্সট্রুমেন্টে লেনদেন সম্পাদিত হলেও হঠাৎ করে অস্বাভাবিক বড় অংকের নগদ জমা করা।

৯. কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই হঠাৎ করে জমার পরিমান বেড়ে যাওয়া এবং ব্যবসায় বা ব্যবসায়ের মালিকের সাথে আপাতঃ সম্পর্কহীন খাতে স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই স্থানান্তর (চেকে বা নগদে) হয়ে যাওয়া।

১০. কারো হিসাবে নগদে বা ছোট ছোট অংকে জমা হলেও মোট জমার পরিমান যদি অনুমিত মাত্রা বা স্বাভাবিকের চেয়েও অধিক হয়।

১১. অন্যত্র বড় অংক ব্যাংকের মাধ্যমে স্থানান্তর করে সেখানে নগদে পরিশোধের অনুরোধ বা অন্যত্র হতে আগত বড় অংক নগদে পরিশোধের অনুরোধ করা।

১২. হিসাবের স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসরণ না করে নগদ লেনদেনে আগ্রহ প্রদর্শন।

১৩. মক্কেলের বিভিন্ন নামে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে অনেকগুলো হিসাব থাকা এবং সবগুলো হিসাব মিলে পরিচালিত লেনদেনে অস্বাভাবিকতা প্রদর্শন।

১৪. ব্যাংকের অজ্ঞাতে অনেকগুলো ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা করা; কিন্তু তহবিল একত্রীকরণ স্বার্থে বা বারংবার তহবিল এদিক সেদিক স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক অন্য হিসাবগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

১৫. যুক্তি সংগত কারণ ছাড়াই অন্য ব্যক্তির চেকে বার বার বড় অংক জমাকরণ।

১৬. হঠাৎ ব্যাংকে এক বা একাধিক লকার গ্রহণ, ঘন ঘন ব্যবহার এবং সীল করা প্যাকেট বার বার রাখা এবং উঠানো।

১৭. ব্যাংক কর্তৃক কর্তন করা চার্জসমূহ, ব্যাংক সুদ, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে ঔদাসীন্য প্রদর্শন।

১৮. কোন জ্ঞাত কারণ ছাড়াই বহু সংখ্যক লোক কর্তৃক কোন হিসাবে টাকা জমা করা।

১৯. দীর্ঘদিনের সমস্যা জর্জরিত ঋণ জ্ঞাত কারণ ছাড়াই হঠাৎ পরিশোধ।

২০. জ্ঞাত কোন কারণ ছাড়া তৃতীয় পক্ষের সম্পদের বিপরীতে ঋণ পাওয়ার প্রস্তাব দেয়া।

২১. ব্যবসায়িক প্রয়োজন ছাড়া বড় অংকের রেমিট্যান্স প্রেরণ ও গ্রহণ করা। প্রেরণের ক্ষেত্রে উৎস অনুক্ত রাখা এবং প্রাপকের আর্থিক যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকা।

২২. আমদানীর ক্ষেত্রে অতি -মূল্যায়ন এবং রপ্তানীর ক্ষেত্রে অব-মূল্যায়ন করা।

২৩ অগ্রহণযোগ্য কারণ দেখিয়ে export claim গ্রহণ করা।

২৪. আমদানী বা রপ্তানীর ক্ষেত্রে বাজার দর অপেক্ষা কম বা বেশী মূল্যে ক্রয়/বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা।

২৫. আমদানী পন্যের mis-declaration প্রদানের মাধ্যমে পন্য মূল্যের তারতম্য ঘটানো ও শুল্ক ফাঁকি দেয়া।

২৬. মালামাল দেশে প্রবেশ ব্যতীত ভুয়া দলিল ব্যাংকে জমা দিয়ে লেটার অব ক্রেডিটের টাকা বিদেশে পাঠানো।

২৭. অনুমোদিত ডিলার বা মানিচেঞ্জার লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করা কিংবা লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে লেনদেন করা।

২৮. চোরাচালানের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকা।

২৯. অনিবাসীদের হিসাব অবৈধভাবে ব্যবহার করা।

৩০. ভুয়া বিল অব এন্ট্রি দাখিল করা।

৩১. ঋণ নেয়ার পর কোন কারণ ব্যতীত অতি তাড়াতাড়ি তা পরিশোধ করা।

৩২. সীমান্ত এলাকায় প্রায়শঃ অর্থ প্রেরণ।

৩৩. প্রচুর লেনদেন কিন্তু স্বল্প ব্যালেন্স রাখা।

৩৪. গ্রাহক নিজে উপস্থিত না হয়ে সর্বদা অন্য লোক দ্বারা ব্যাংকিং কর্ম সম্পাদন করা।

৩৫. প্রচুর লেনদেন করে লেনদেনের উদ্দেশ্য জটিল করা বা ধুম্রজাল সৃষ্টি করা।

৩৬. গ্রাহকের সাথে সংশ্লিষ্টতা স্পষ্ট নয় এরূপ অন্যান্য পক্ষের নামে বিভিন্ন গন্তব্যে অর্থ প্রেরণ।

৩৭. গ্রাহকের জ্ঞাত আইনসিদ্ধ আয়ের সাথে সংগতিহীন বৃহৎ মাত্রার সিকিউরিটিজ ক্রয় ও বিক্রয়।

৩৮. ড্রাগ উৎপাদনকারী ও ট্রানজিট দেশ বা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র থেকে রেমিটেন্স আনা।

৩৯. লেনদেনের ধরণ (Pattern) পরিবর্তন (যেমন পূর্বের চেয়ে বেশী নগদ লেনদেন)।

৪০. Cash Transaction Report (CTR) থেকে রেহাই পাওয়ার (লুকানোর) জন্য Structuring করা।

৪১. গ্রাহক প্রদত্ত বিভিন্ন তথ্যে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হওয়া।

অনুচ্ছেদ-২.৩ মানিলন্ডারিং সংঘটনের পদ্ধতিঃ

মানিলন্ডারিং সংঘটনের জন্য কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। তবে সাধারণতঃ নিম্নোক্ত তিনটি উপায়ে/প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানিলন্ডারিং হয়ে থাকে।

১. প্লেসমেন্ট (Placement) ২.লেয়ারিং (Layering) এবং ৩. ইন্টিগ্রেশন (Integration)

১. প্লেসমেন্ট (Placement)ঃ

যখন কোন অপরাধমূলক কার্য হতে উদ্ভূত বা উপার্জিত অর্থ প্রথম বারের মত অর্থ ব্যবস্থায় (Financial system) প্রবেশ করে তখন তাকে প্লেসমেন্ট (Placement) বলা হয়। উদাহরণ- চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বা ঘুষের অর্থ যখন একটি ব্যাংক হিসাবে জমা হয় তখন এর প্লেসমেন্ট ঘটে।

২. লেয়ারিং (Layering)ঃ

লেয়ারিং বলতে প্লেসমেন্টকৃত অর্থ পর্যায়ক্রমে জটিল লেনদেনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরে সরানোর/স্থানান্তরের প্রক্রিয়াকে বুঝায়। এ প্রক্রিয়া অর্থের উৎস গোপন/লুকানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। উদাহরণঃ অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার, বিদেশী ব্যাংক ড্রাফট, ট্রাভেলারস চেক, একটি ব্যাংক একাউন্ট হতে বিভিন্ন ব্যাংক শাখায় বিভিন্ন নামে অর্থের স্থানান্তর বা জমা করা।

৩. ইন্টিগ্রেশন (Integration)ঃ

লেয়ারিং সফল হলে ইন্টিগ্রেশন-এর মাধ্যমে অবৈধ টাকা/অবৈধ অর্থ এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যাতে মনে হয় এটি বৈধ পন্থায় উপার্জিত। এভাবেই লন্ডারিংকৃত অর্থ অর্থনীতিতে পুনর্বহাল হয়। উদাহরণঃ অবৈধ অর্থে ক্রয়কৃত সম্পত্তির বিক্রয়, গাড়ী, বীমা পলিসির ঘন ঘন বাতিলকরণ ইত্যাদি।

তাই, কালো টাকা সাদা করার জন্য মানি লন্ডাররা ব্যাংকিং চ্যানেলকেই প্রথম ধাপে ব্যবহার করতে প্রয়াসী হয়। মানিলন্ডারিং এর অর্থ একবার ব্যাংকিং সিস্টেমে অনুপ্রবেশ ঘটলে পরবর্তী সময়ে তা' রোধ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এমনকি অডিট এর চোখও ফাঁকির কবলে পড়ে। ফলে, এই অর্থের উৎস বা গন্তব্য কোনটাই আর জানা হয় না। কালো টাকা ততদিন বৈধ অর্থ হিসেবে দেশের অর্থনীতিতে ঠাঁই করে নেয়। কাজেই, এই অপরাধী চক্রকে সনাক্ত ও প্রতিহত করার ক্ষেত্রে ব্যাংককে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-২.৪ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কেন ?

অপরাধীরা অপরাধমূলক কর্মকান্ডের দ্বারা অবৈধভাবে আহরিত অর্থ মানিলন্ডারিং এর মাধ্যমে বৈধ করার প্রয়াস পায় অর্থাৎ মানিলন্ডারিং এর ছায়ায়/নেপথ্যে অন্য অপরাধ সংঘটিত হয়। এ জাতীয় অপরাধ থেকে অর্জিত অর্থ দ্বারা সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালিত হয়, যা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য অবশ্যই হুমকিস্বরূপ। এটি জাতীয় ও বিশ্ব অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করছে। যে সকল কারণে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করা দরকার তার বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো ঃ-

১. মানিলন্ডারিং দেশের অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা ও সামাজিক অবস্থার গুরুতর ক্ষতিসাধন করে। এটি অবৈধ ব্যবসায়ী যেমন- মাদক ব্যবসায়ী, চোরাচালানী, সন্ত্রাসী চক্র, অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ী, দুর্নীতিপরায়ন ব্যক্তি ও অন্যান্যদের অপরাধমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা ও সম্প্রসারনে অর্থ যোগান দেয়।

২. মানিলন্ডারিং সরকারের রাজস্ব আয় হ্রাস করে।

৩. মানিলন্ডারিং দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি ঘটায় এবং সম্পদের বন্টন ব্যবস্থায় বিশৃংখলা ও বৈষম্য সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

৪. মানিলন্ডারিং আর্থ সামাজিক পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতা অপরাধী চক্র নিয়ন্ত্রণ করে।

৫. মানিলন্ডারিং জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে দুর্নীতিগ্রস্থ করতে পারে এবং ঘুষ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারে।

৬. মানিলন্ডারিং এর মাধ্যমে দেশের অর্থ বিদেশে পাচার হয়।

৭. মানিলন্ডারিং এর মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ হুন্ডি ব্যবসায় ব্যবহৃত হয়। ফলে দেশে বৈধ রেমিট্যান্স ব্যাহত হয় এবং দেশ বিরাট অংকের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়।

৮. মানিলন্ডারিং এর সাথে জড়িত অপরাধীচক্র আন্ডার ইনভয়েসিং বা ওভার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে আমদানী রপ্তানী ব্যবসার ক্ষতিসাধন করে, শুল্ক ফাকি দেয় ও বিদেশে বৈদেশিক মুদ্রা পাচার করে।

৯. মানিলন্ডারিং এর মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ অর্থ শেয়ার বাজারে প্রবেশ করে কৃত্রিম উপায়ে শেয়ারের বাজার চাঙ্গা করে ও বিরাট অংকের অর্থ হাতিয়ে নিয়ে বিদেশে পাচারসহ অবৈধ ব্যবসায় নিয়োজিত হয়।

১০. মানিলন্ডারিং এর মাধ্যমে অবৈধ অর্থ বৈধ রূপ লাভ করে।

১১. মানিলন্ডারিং সারা বিশ্বে এক দুষ্টক্ষত হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

১২. মানিলন্ডারিং দেশের সঠিক জি. ডি. পি নির্ধারনে বাধাস্বরূপ।

১৩. মানিলন্ডারিং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর প্রভাব ফেলে এবং বিশ্ব অর্থনীতির জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

১৪. মানিলন্ডারিং এর ফলে অপরাধীচক্রের মাধ্যমে দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার হয়।

১৫. মানিলন্ডারিং ব্যাংকিং ব্যবসায় ক্ষতি সাধন করে।

অনুচ্ছেদ-২.৫ **মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ঃ**

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও সংগঠন কর্তৃক বিভিন্ন রেজুলেশন গ্রহণ এবং এর পরিপালনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

১. **১৯৭৩ সাল ঃ** আমেরিকায় Bank Secrecy Act (BSA), ১৯৭০ প্রণয়ন। বৃহৎ আর্থিক লেনদেনের রেকর্ড সংরক্ষণ ও রিপোর্টিং এর জন্য এই আইন প্রণীত হয়।

২. **১৯৮৬ সাল ঃ** আমেরিকায় Money Laundering Control Act, ১৯৮৬ প্রণয়ন ও প্রবর্তন। এই আইনে মানিলন্ডারিংকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং এই অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তির বিধান করা হয়।

৩. **১৯৮৮ সাল ঃ** বাংলাদেশসহ ১৪০ দেশের অংশগ্রহণে জাতিসংঘের উদ্যোগে ভিয়েনা কনভেনশনে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে দেশে দেশে আইন প্রণয়নের আহবান জানানো হয়।

৪. **১৯৮৯ সাল ঃ** জাতিসংঘের সমর্থনে G-7 গ্রুপভূক্ত দেশগুলো কর্তৃক ১৯৮৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত সভায় FATF (Financial Action Task Force) গঠন করা হয়। ১৯৯০ FATF কর্তৃক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসমূলক কর্মকান্ডে অর্থ যোগান দমনে প্রতিরোধ সম্পর্কিত ৪০টি সুপারিশ এবং ২০০১ সালে আরও ৯টি সুপারিশসহ সর্বমোট ৪৯টি সুপারিশ পেশ করে, যা বর্তমান বিশ্বে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক মানদন্ড হিসাবে স্বীকৃত।

৫. বিগত দশকে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্রীয়ভাবে মানিলন্ডারিং সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে সরকারী একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করা হয়, যা সাধারনভাবে Financial Intelligence Unit (FIU) নামে পরিচিত। ১৯৯৫ সালে জাতীয় পর্যায়ের কতগুলি FIU নিজেদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগীতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি ফোরাম গঠন করে, যা Egmont Group নামে পরিচিত।

৬. APGML (Asia Pacific Group on Money Laundering), CFATF (Caribbean Financial Action Task Force), FATASA (Financial Action Task Force For South America) ইত্যাদি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এর গৃহীত পদক্ষেপ এর অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আঞ্চলিক পর্যায়ে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ APG এর প্রতিষ্ঠাকাল (১৯৯৭) থেকে এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য।

৭. Basel Committee কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য, Basel Committee ১৯৯৭ সালে Core Principles for Effective Banking Supervision এর উন্নয়ন ঘটায়। এ বিষয়ে Basel Committee এর গুরুত্বপূর্ণ গাইড লাইনসমূহ নিম্নরূপঃ

(1) Prevention of the Criminal use of the Banking System for the purpose of Money Laundering (December, 1988)
(2) Customer Due Diligence for Banks.
(3) Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk (Feb'03).

৮. জাতিসংঘ ২০০০ সালে Transnational Organized Crime বিরোধী Convention গ্রহণ করে, যা Palermo Convention নামে পরিচিত। এটি FATF গৃহীত কার্যক্রমকে কার্যকর করতে সহায়তা করেছে।

৯. FATF গৃহীত উদ্যোগকে বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদানে IMF বিশেষ ভূমিকা পালন করছে এবং ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালের ঘটনা পরবর্তীতে মানিলন্ডারিং এবং টেরোরিস্ট ফাইন্যান্স প্রতিরোধে ভূমিকা বাড়িয়েছে।

অনুচ্ছেদ-২.৬ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বাংলাদেশে প্রণীত আইনসমূহ ঃ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করেছে।

১. **২০০২ সাল ঃ** মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ (আইন নং-৭, ২০০২) প্রবর্তন করে। পরবর্তীতে উক্ত আইন বাতিল করে ২০০৮ সালে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ হিসাবে প্রবর্তন করা হয়।

২. **২০০৯ সাল ঃ** (আইন নং-১৬, ২০০৯) প্রবর্তন করে এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (আইন নং-১৬, ২০০৯) প্রবর্তন করা হয়।

৩. **২০১২ সাল ঃ** মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (আইন নং-৫, ২০১২) এবং সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২২ নং আইন) প্রবর্তন করা হয়।

৪. সর্বশেষ **২০১৫ সাল ঃ** মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন,২০১২(২০১২ সনের ৫ নং আইন) এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন-(মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন,২০১৫, নামে (২০১৫সালের ২৫ নং আইন) প্রবর্তন করা হয়।

৫. **বিঃ দ্রঃ** প্রয়োজনীয় আইনসমূহ (মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ ও সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩) সংযোজনী-৩ এ দেয়া হলো।

২.৭ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বাংলাদেশে গৃহীত কার্যক্রম ঃ

১. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ধারা ২৩ অনুযায়ী মানিলন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরিপালনের লক্ষ্যে এই আইনের ধারা ২৪(১) অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (Bangladesh Financial Intelligence Unit বা BFIU) নামে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট গঠন করা হয়েছে।

২. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক BFIU ও বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক এএমএল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে।

৩. বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকার বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর মাধ্যমে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বিভিন্ন গাইডলাইন, পত্র পরিপত্র জারী ও নির্দেশনা প্রদান এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এর পরিপালন নিশ্চিত করা হচ্ছে।

অনুচ্ছেদ-২.৮ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে ব্যাংকের দায়িত্ব/করণীয় ঃ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সনাক্তকরণে এএমএল আইন -২০১২ এর ২৫(১) উপধারা অনুযায়ী ব্যাংকের দায়িত্ব নিম্নরূপ ঃ

(ক)উহার গ্রাহকের হিসাব পরিচালনাকালে গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ করা;

(খ)কোন গ্রাহকের হিসাব বন্ধ হলে বন্ধ হওয়ার তারিখ হতে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত উক্ত হিসাবের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা। সংযোজনী- ৪ রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ। সংগঠন ও পদ্ধতি বিভাগের ১৩-০৫-১৯৯৮ তারিখের পরিকল্পনা পরিপত্র নং-০৪/৯৮

(গ)দফা (ক) ও (খ) এর অধীনে সংরক্ষিত তথ্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক সময় সময় সরবরাহ করা;

ঘ)ধারা ২ (য) এ সংজ্ঞায়িত কোন সন্দেহজনক লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হলে স্ব-উদ্যোগে অবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংক এ 'সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট' করা।

অনুচ্ছেদ-২.৯। মানিলন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ-

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর নিম্নরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ- মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩ নং ধারায় বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে মানিলন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে নিম্নরূপ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

''১। (ক)কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত নগদ লেনদেন ও সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত যে কোন তথ্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে সংগ্রহ এবং উহার ডাটা সংরক্ষণ করা এবং ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উক্ত তথ্যাদি প্রদান করা;

(খ) কোন লেনদেন মানিলন্ডারিং বা কোন সম্পৃক্ত অপরাধ এর সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া ধারণা করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে উক্তরূপ লেনদেন সম্পর্কিত যে কোন তথ্য বা প্রতিবেদন সংগ্রহ করা;

(গ) কোন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে কোন অর্থ বা সম্পত্তি কোন হিসাবে জমা হইয়াছে মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য উক্ত হিসাবের লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার নির্দেশ প্রদান করা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত হিসাবের লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উৎঘাটনের প্রয়োজন দেখা দিলে লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার মেয়াদ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করা যাইবে;

(ঘ) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে সময় সময় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা;

(ঙ) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যাচিত তথ্য বা প্রতিবেদন সঠিকভাবে প্রেরণ করিয়াছে কিনা কিংবা তদ্‌কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করিয়াছে কিনা তাহা তদারকি করা এবং প্রয়োজনে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করা;

(চ) এই আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনায় যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ সভা, সেমিনার, ইত্যাদির আয়োজন করা;

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করা;

(২) মানিলন্ডারিং বা সন্দেহজনক লেনদেন তদন্তে তদন্তকারী সংস্থা কোন তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করিলে, প্রচলিত আইনের আওতায় বা যদি অন্য কোন কারণে বাধ্যবাধকতা না থাকে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত তথ্য প্রদান করিবে।

(৩) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন কোন যাচিত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৪) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন যাচিত বিষয়ে কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৫) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এই আইনের আওতায় জারীকৃত কোন নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতিটি অপরিপালনীয় বিষয়ের জন্য জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৬) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত কোন অবরুদ্ধ বা স্থগিত আদেশ পরিপালনে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অন্যূন উক্ত ব্যাংক হিসাবে স্থিতির সমপরিমাণ জরিমানা করিতে পারিবে যাহা নির্দেশনা জারীর তারিখ হিসাবে স্থিতির দ্বিগুণের অধিক হইবে না।

(৭) এই আইনের ধারা ২৩ ও ২৫ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা কোন ব্যক্তি বা সত্তা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা প্রদানে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সত্তা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিজ নামে যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং এক্ষেত্রে জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী থাকিলে তাহা আদায়ে প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক আদালতে আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

(৮) উপ-ধারা (৩), (৪), (৫) ও (৬) অনুযায়ী কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে জরিমানা করা হইলে এই জন্য দায়ী উক্ত সংস্থার মালিক, পরিচালক, কর্মকর্তা-কর্মচারী বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধেও বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যূন ১০ (দশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে। ”

এছাড়া সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৫ এর ৮ ও ৯ নং উপধারা অনুযায়ী ঃ-

(৯) “ যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা প্রতিপালনে ব্যর্থ হয় অথবা জ্ঞাতসারে কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করে তাহা হইলে উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত অনূর্ধ্ব ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সেবাকেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে উহার নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে অথবা, ক্ষেত্রমত, উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(১০) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উপ-ধারা ৮ অনুসারে আরোপিত জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হয় বা পরিশোধ না করে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিকট হইতে উক্ত জরিমানার অর্থ উক্ত সংস্থা কর্তৃক অন্য কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী বা অপরিশোধিত থাকিলে, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, উহা আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করিতে পারিবে।”

অনুচ্ছেদ-২.১০ ঃ এএমএল ও সিএফটি সংক্রান্ত আইনসমূহ ঃ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২	সংযোজনী -৩(১)
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন-২০১৫	সংযোজনী -৩(২)
সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধনী) আইন-২০১৩	সংযোজনী -৩(৩)
সন্ত্রাসবিরোধী আইন-২০০৯	সংযোজনী -৩(৪)

পরিচ্ছেদ-৩

অনুচ্ছেদ-৩.১ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কর্মসূচী পরিপালন ও বাস্তবায়ন ঃ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ক্ষমতা বলে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর আলোকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে গড়ে তোলার কার্যপদ্ধতি (Procedures), কর্মসূচীসমূহ, কলাকৌশল এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন, কার্যকর ও পরিপালন নিশ্চিত করার **লক্ষ্যে** অত্র ব্যাংকের ০৩-১০-২০১৭ তারিখের পত্র নং প্রকা/আরএমডি(৩০)/অংশ-৭/২০১৭-২০১৮/৪৪০(১২৫০) এর মাধ্যম মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে (সংযোজনী- ১)।

অনুচ্ছেদ-৩.২ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা ঃ

মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদন্ড, দেশে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশাবলীর সমন্বয়ে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর নিজস্ব নীতিমালা থাকবে, যা পরিচালনা পর্ষদ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাংকের সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুমোদন করবে। উক্ত নীতিমালা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতিতে আনা হবে। সময় সময় নীতিমালাটি পর্যালোচনা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধন/পরিমার্জন করতে হবে।

অনুচ্ছেদ- ৩.৩ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার ঘোষণা ঃ

ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী বাৎসরিক ভিত্তিতে ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সুস্পষ্ট ও কার্যকর অঙ্গীকার ঘোষণা করবেন এবং অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করবেন।

অনুচ্ছেদ-৩.৪ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন নীতিমালা অনুসরণে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-এ নিম্নবর্ণিত কর্মকান্ড পরিচালিত হবে ঃ

১. বছরের শুরুতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের পক্ষ থেকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কর্মসূচী পরিচালনা নির্দেশনা সম্বলিত সার্কুলার জারী করা হবে। প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিস্ট বিভাগ থেকে সময়ে সময়ে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কর্মসুচী পরিচালনার নির্দেশনা সম্বলিত সার্কুলার জারী করতে হবে।

২. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রতি স্তরের নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের কর্ম বিবরণ থাকবে।

৩. শাখা কর্তৃক সকল ধরনের গ্রাহক হিসাব খোলার সময় সঠিক নিয়মাচার পরিপালন করতঃ তফসীল ব্যাংকসমূহের জন্য জারীকৃত ``Uniform Account Opening Form, KYC Profile Form" ব্যবহার এবং পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্যাদি ও কাগজপত্র সংগ্রহপূর্বক যথানিয়মে সংরক্ষণ করতে হবে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের ০৩-০৫-২০১৭ তারিকের পত্র নঙ প্রকা/আরএমডি (৩০)/অংশ-৭/২০১৬-২০১৭/১৭২৫(৭৫) এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-১১ সংযোজনী-২)।

৪. প্রতিটি নতুন হিসাবে এবং পূর্বে খোলা ও চালু হিসাবে নির্ধারিত ছকে (KYC Profile এর পাশাপাশি Transaction Profile সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ ও অনুসরণ করতে হবে।

৫. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাথে এনআইডি যাচাই সংক্রান্ত চুক্তি অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের ডাটা বেইজ থেকে নতুন ঋণ ও আমানত হিসাব খোলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) যাচাই করতে হবে।

৬. মানিলন্ডারিঙ প্রতিরোধ কার্যক্রমের জন্য প্রযোজ্য নির্দেশনা অনুযায়ী শাখা/কার্যালয় কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় রেকর্ড যথারীতি সংরক্ষণ করতে হবে।

৭. ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকল নির্বাহি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে, যাতে করে সকলেই মানিলন্ডারিং সম্পর্কে সম্যক ধারনা ও সচেতনতা লাভ করে।

৮. মূখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় (পরিবীক্ষণ কমিটি) কর্তৃক শাখার AML সংক্রান্ত কার্যক্রম এর বাস্তাবায়ন অগ্রগতি পরিচ্ছেদ-১০ অনুযায়ী সিসিসি-কে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অবহিত করবে।

৯. AML সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC)/ঝুঁকি ব্যবস্তাপনা বিভাগ (মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল) হতে বিভিন্ন শাখায় সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক শাখার মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদির যাচাই/সিস্টেম চেক ও ইন হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

১০. ষান্মাসিক ভিত্তিতে শাখা কর্তৃক নির্ধারিত ছকে শাখার স্বনির্ধারনী (Self Assessment) প্রতিবেদন মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC)/ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগে (মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল) দাখিল করতে হবে।

১১. আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় কর্তৃক শাখা নিরীক্ষার ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখার Self Assessment এর ভিত্তিতে যাচাই করতঃ Independent Testing Procedure সংক্রান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC)/ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগে (মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল) প্রেরণ করবে।

১২. হিসাবধারী গ্রাহকের অনুরোধে ড্রাফট/পে অর্ডার ইস্যুর ক্ষেত্রেও প্রাপকের পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য (বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ এর ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী), অর্থ প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং অর্থের উৎসের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩. অনলাইন জমা বা উত্তোলনের ক্ষেত্রে গ্রাহক ব্যতীত অন্য জমাকারী বা উত্তোলনকারীর সঠিক ও পূর্ণাংগ তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪. ভাসমান/চলন্ত গ্রাহকদের/ Walk-in Customer অর্থাৎ হিসাবধারী গ্রাহক ব্যতীত অন্য কারো অনুরোধে টিটি, এমটির মাধ্যমে অর্থ প্রেরণের ক্ষেত্রে অর্থ প্রেরণকারী এবং প্রাপকের পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য, অর্থ প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং অর্থের উৎসের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। Walk-in Customer এর অনুরোধে ডিডি বা পে-অর্ডার ইস্যুর ক্ষেত্রেও আবেদনকারী ও বেনিফিসিয়ারীর পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য, অর্থ প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং অর্থের উৎসের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

১৫. বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) বাংলাদেশ ব্যাংক এর চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিবেদন (CTR, STR ইত্যাদি প্রেরণ করতে হবে।

১৬. বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি শাখা পূর্ণাংগ ও সঠিক তথ্য সম্বলিত (goAML software বাস্তবায়ন প্রেক্ষিতে) CTR প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাসিক ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। শাখায় CTR যোগ্য কোন লেনদেন না হলেও সংশ্লিষ্ট মাসের শূণ্য প্রতিবেদন পাঠাতে হবে।

১৭. মানি লন্ডারদের দ্বারা ব্যাংক যেন কোনভাবেই ব্যবহৃত হতে না পারে এবং কোন সন্ত্রাসী যাতে ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করতে না পারে সে ব্যাপারে শাখাসমূহকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এর কোন ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে(নির্বাহী/কর্মকর্তা/কর্মচারী) জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।

১৮. বিবিধ।

পরিচ্ছেদ-৪

অনুচ্ছেদ-৪.১ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ব্যাংকের নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হবে ঃ

১. হিসাব খোলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ;

২. শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO);

৩. মূখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এবং আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তার সমন্বয়ে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ কমিটি;

৪. প্রধান কার্যালয়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক, উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Deputy Chief Anti Money Laundering Compliance Officer:DCAMLCO)

৫. উপযুক্ত সংখ্যক কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি "মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন" থাকবে; মর্মে বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ এর ১.৩.১(খ) নম্বর অনুচ্ছেদে এ নির্দেশনা থাকলেও অত্র ব্যাংকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে আপাতত ৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট ''মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল'' গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। যা ১২-০৬-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৭১২তম সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেলের কাঠামো

নং	কাঠামো	লোকবল
১	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	০১ জন
২	উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা	০১ জন
৩	মুখ্য কর্মকর্তা	০২ জন
৪	উর্ধ্বতন কর্মকর্তা	০২ জন
৫	কর্মকর্তা	০১ জন
	মোটঃ-	০৭জন

৬. মহাব্যবস্থাপক, আন্তর্জাতিক ও হিসাব মহাবিভাগ/উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Chief Anti-Money Laundering Compliance Officer CAMLCO)/ ("মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল" যে মহাবিভাগের অধীনে থাকবে সে মহাবিভাগের মহাব্যাবস্থাপক);

৭. প্রধান কার্যালয়ে একটি 'কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি' (Central Compliance Committee) থাকবে; আলোচ্য কমিটি সরাসরি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'র নিকট রিপোর্ট করবে। উল্লেখিত কমিটির প্রধান "প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Chief Anti Money Laundering Compliance Officer-CAMLCO)" নামে অভিহিত হবেন।

৮. ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন সংক্রান্ত সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

↓

প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা
(Chief Anti-Money Laundering Compliance Officer CAMLCO)

↓

উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা
(Deputy Chief Anti Money Laundering Compliance Officer:DCAMLCO)

↓

কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি
Central Compliance Committee (CCC)

↓

আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ কমিটি

↓

শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা
Branch Anti-Money Laundering Compliance Officer(BAMLCO)

↓

হিসাব খোলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটি

অনুচ্ছেদ- ৪.২ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) ঃ

১. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক ঝুঁকি হতে অত্র ব্যাংককে মুক্ত রাখার এবং এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) রয়েছে।

২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি ন্যুনতম ৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট হবে, যা প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা ও উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাসহ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের (যেমন: হিউম্যান রিসোর্সেস ডিভিশন, ক্রেডিট ডিভিশন, ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিভিশন, আইটি (অপারেশন, সিস্টেমস্, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং) ডিভিশন ইত্যাদি প্রধান অথবা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সদস্য হবেন। তবে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কোনো কর্মকর্তা কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির সদস্য হতে পারবেন না। কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক দুইটি ইউনিট বা বিভাগ হিসাবে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন করবে।

৩. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কৌশল ও কর্মসূচী নির্ধারণ এবং সময়ে সময়ে তা পর্যালোচনা করা হবে। কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি কর্তৃক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে নির্ধারিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে মনিটরিংসহ সময়ে সময়ে সার্কুলার জারী করতে হবে।

৪. বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) থেকে বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত নির্দেশনাসমূহ কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) কর্তৃক শাখাসমূহের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশাবলী জারী করতে হবে। যেখানে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে লেনদেন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নীতি ও পদ্ধতিসমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

৫. বিএফআইইউ সার্কুলার নম্বর-১৯ এর ১.৩(৩) অনুযায়ী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপ, এ বিষয়ে বাস্তবায়ন/অগ্রগতি ও সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন ষান্মাসিক ভিত্তিতে (জানুয়ারি-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) কর্তৃক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিচালনা পর্ষদের অবগতি ও নির্দেশনার জন্য দাখিল করতে হবে। উক্ত প্রতিবেদনে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি কর্তৃক শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত পরিদর্শন/নিরীক্ষা প্রতিবেদনের (ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেষ্টিং প্রসিডিউর) উপর ভিত্তি করে বিবেচ্য ষান্মাসিকে পরিদর্শিত শাখাসমূহের চেকলিস্ট ভিত্তিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। উক্ত প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবে ঃ

(ক) মোট শাখার সংখ্যা এবং শাখা হতে প্রাপ্ত মোট সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদনের সংখ্যা;

(খ) রিপোর্টকালে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শিত/নিরীক্ষিত শাখার সংখ্যা এবং শাখাসমূহের অবস্থা (শাখাওয়ারী প্রাপ্ত নম্বর);

(গ) প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদনে অধিক সংখ্যক শাখায় একই ধরনের যে সকল অনিয়মের বিষয় উল্লেখ রয়েছে তা উল্লেখপূর্বক ঐ সকল অনিয়ম রোধে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা;

(ঘ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লিখিত সাধারণ ও বিশেষ অনিয়মসমূহ এবং ঐ সকল অনিয়ম রোধে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা;

(ঙ) প্রাপ্ত রিপোর্টে "অসন্তোষজনক" ও "প্রান্তিক" হিসেবে মূল্যায়িত শাখাসমূহের পরিপালন নিশ্চিত করতঃ রেটিং উন্নয়নকল্পে গৃহীত ব্যবস্থা।

এছাড়া, মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিএফআইইউ কর্তৃক কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকলে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রধান নির্বাহীর নির্দেশনা ও মতামতসহ প্রতিবেদনটি ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ বা সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং প্রতিবেদনটির একটি কপি সংশ্লিষ্ট ষান্মাসিক শেষ হওয়ার ২(দুই) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিএফআইইউ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

৬. বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর ১.৩ ১(চ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক অত্র ব্যাংকের গঠিত ১০(দশ) সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) নিম্নরুপ, যা পরিচালনা পর্ষদের ১২-৬-২০১৮ তারিখের ৭১২তম পর্ষদ সভায় অনুমোদিত।

নং	পদবী		বিভাগ	**CCC** তে অবস্থান
১	মহাব্যবস্থাপক		মহাব্যবস্থাপক আন্তর্জাতিক ও হিসাব মহাবিভাগ	ব্যাংকের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO)।
২	বিভাগীয় প্রধান	উপ-মহাব্যবস্থাপক	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	উপ-ডেপুটি প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (DCAMLCO)।
৩	বিভাগীয় প্রধান	উপ-মহাব্যবস্থাপক	কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ-১, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৪	বিভাগীয় প্রধান	উপ-মহাব্যবস্থাপক	আন্তর্জাতিক বিভাগ (বাণিজ্য), বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৫	বিভাগীয় প্রধান	উপ-মহাব্যবস্থাপক	ক্রেডিট বিভাগ-১, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৬	বিভাগীয় প্রধান	উপ-মহাব্যবস্থাপক	ফরেন রেমিটেন্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৭	বিভাগীয় প্রধান	উপ-মহাব্যবস্থাপক	হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১	সদস্য
৮	বিভাগীয় প্রধান	উপ-মহাব্যবস্থাপক	আইসিটি অপারেশন বিভাগ বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৯	বিভাগীয় প্রধান	উপ-মহাব্যবস্থাপক	আইসিটি, সিস্টেমস্, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
১০		সহকারী মহাব্যবস্থাপক	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ (মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল)	সদস্য সচিব।

অনুচ্ছেদ-৪.৩ আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ কমিটি ঃ

আঞ্চলিক পর্যায়ে নিম্নরূপভাবে ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা হলো ঃ-

পরিবীক্ষণ কমিটি ঃ

০১। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ঃ সভাপতি

০২। আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা ঃ সদস্য

০৩। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের AML/CFT সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ঃ সদস্য সচিব

আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ কমিটি অত্র ম্যানুয়েল এর ১২.০০ নং পরিচ্ছেদ মোতাবেক কার্য সম্পাদন করবে।